**সর্পকেশী সুন্দরী মেডুসা**

আজিজুল ইসলাম

মেডুসা ছিলেন সোনালি চুলের এক অপূর্ব সুন্দরী কুমারী নারী ! মেডুসা অনেক অনেক দূরে উত্তরে বসবাস করতেন এবং কখনো সূর্যের আলো দেখেন নি তিনি। তিনি দেবী অ্যাথেনার মন্দিরের ধর্মযাজিকা ছিলেন ৷ তিনি অ্যাথেনার কাছে অনুমতি চাইলেন যে, সূর্য দেখবে, তাই দক্ষিণে আসতে প্রার্থনা ভিক্ষে করলেন ৷ কিন্তু অ্যাথেনা অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালে মেডুসা রাগান্বিত হয়ে বলেন, “অ্যাথেনা আমাকে দক্ষিণে আসতে দিতে চায় না, কারণ আমি তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী !” ক্ষুব্ধ অ্যাথেনা মেডুসার সৌন্দর্যই শুধু দূর করলেন না, তাকে এতো কুৎসিতে রূপান্তরিত করলেন যে, কোন মানব বা প্রাণী তার দিকে তাকালেই পাথরে পরিণত হয়ে যেতো । মেডুসার অপূর্ব সুন্দর চুল পরিণত হয় বিষাক্ত সাপে, কোমল চোখজোড়া রূপান্তরিত হয় মৃত্যুর দূত হিসেবে, দুধে আলতা ত্বক সাপের চামড়ার মতো সবুজাভ হয়ে যায় ৷ তার দুইবোনকেও মেডুসার পক্ষ নেয়ার জন্য সর্পকেশী দানবে পরিণত করে দেয়।

নিজের কুৎসিত অবস্থা দেখে মেডুসা বাড়ি ছেড়ে দূরে চলে যায় । এবং ক্ষোভ পরিণত হয় হিংস্রতাতে। সে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে থাকে শান্তি পাবার আশায়, তখন মাথা থেকে মাঝে মাঝে সাপ খসে পড়তো সেখানকার মাটিতে, যেমনটি আমাদের মাথা থেকে চুল খসে পড়ে। সেদিন থেকেই আফ্রিকাতে নানা ধরণের বিষাক্ত সাপের মেলা! মেডুসার অস্ত্র ছিল একটি বড় ধনুক। কিন্তু এর আসল অস্ত্র ছিল তাঁর চোখ। ওই চোখে যে চোখ রাখতো, সঙ্গে সঙ্গে সে পাথরে রূপান্তরিত হতো । যারা তাঁর গুহায় তাঁকে হত্যা করার জন্য যেত, কেউই আর ফেরত আসতো না।

অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী এক রাজ্যে- রাজা পলিডেকটাস একবার এই তিন ভয়ংকর দানবী এর গল্প করলো পার্সিউসের কাছে এবং কথায় কথায় এমনও বলল যে, কেউ যদি ওদের একজনের মাথা কেটে এনে দিতে পারে তবে সেটাই হবে তার জন্য সবচেয়ে বড় উপহার ৷ রাজার এক ভোজসভায় নিমন্ত্রিত অতিথিরা রাজাকে নানারকম উপঢৌকন দিল ৷ কিন্তু পার্সিউসের দেয়ার মতো কিছু নেই ৷ রাজা এ নিয়ে একটু কটাক্ষও করলেন ৷ তরুণ এবং অহংকারী পার্সিউস অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমি রাজাকে এমন উপহার দেব যা এখানকার সকল সামগ্রীর চেয়ে মূল্যবান ৷ আমি মেডুসার কাটা মুণ্ডু এনে হাজির করব রাজার সামনে ৷”

পার্সিউসের এই পরিকল্পনায় পত্রবাহক দেবতা হার্মিস এবং দেবী অ্যাথেনাও সাহায্য করেছিলেন ৷ অ্যাথেনার দেয়া ব্রোঞ্জের ঢাল, হার্মিসের দেওয়া তরবারি এবং তাদের সহায়তায় নিম্ফদের কাছ থেকে সংগৃহীত পাখাওয়ালা চটিজুতা, একটি জাদুর থলে যার ভেতরে যত বড় জিনিসই রাখা হোক না কেন এঁটে যাবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি যাদুর টুপি যেটি পড়লে পরিধানকারী সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায় সবকিছু নিয়ে গর্গনদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয় পার্সিউস ৷ অ্যাথেনা পার্সিউসকে সাবধান করে দিলেন, যাতে গর্গনদের দিকে সে না তাকায়, বরং তার ঢালের দিকে তাকাতে যেটা একটা আয়নার মতো কাজ করবে এবং তার সাহায্যে সে গর্গন বধে সফল হবে। দেবীই দেখিয়ে দিলেন কোনজন মেডুসা ৷ ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, তিন বোনের মাঝে কেবল মেডুসা ছাড়া বাকি দুইজন অমর ছিল ৷ পাখাওয়ালা পার্সিউস উড়ে উড়ে লক্ষ্য রাখতে লাগলো ঘুমন্ত মেডুসাকে ঢালের দিকে চোখ রেখে- সরাসরি তাকালে সে পাথর হয়ে যেতো ৷ একসময় সুযোগ বুঝে মেডুসার গলা তাক করে তরবারি চালালো ৷ ঢাল থেকে চোখ না সরিয়েই সে নেমে এলো নিচে এবং মেডুসার সাপের ঝুঁটিওয়ালা মাথা খামচে ধরলো ৷ যাদুর থলেতে কাঁটা মন্ডুটি ঢুকিয়ে ফেললো ৷ এভাবেই সে মেডুসার জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করলো ৷ ততক্ষণে অন্য দুই গর্গন বোন জেগে উঠলেও তাদের আর কিছুই করার ছিল না কারণ পারসিউস নিরাপদ দূরত্বে উড়ে যেতে সক্ষম হয় যাদুর টুপি আর পাখার সাহায্যে ৷

পার্সিউস মেডুসার মাথা থলিতে ভরে নিয়ে আসার সময় মেডুসার মাথা থেকে এক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে সমুদ্রে ৷ পূর্বেই উল্লেখ করেছি মেডুসা গর্ভবতী ছিলেন সমুদ্রদেবতা পোসাইডন এর সাথে মিলনের ফলে ৷ এইবার ঐ রক্তবিন্দু সমুদ্রে পড়া মাত্রই সেখান থেকে জন্ম নেয় এক অদ্ভুত ঘোড়া- পেগাসাস! এমনকি পথিমধ্যে টাইটান অ্যাটলাস(যিনি তার কাঁধে বহন করেছিলেন পুরো পৃথিবী) এর সাথে বাক-বিতণ্ডায় জড়ালে পার্সিউস মেডুসার কাঁটা মাথার চোখের সাহায্যে তাকে পাথরে পরিণত করেন ৷ আর এভাবেই উত্তর আফ্রিকার অ্যাটলাস পর্বতমালার সৃষ্টি হয় ৷

আবার অন্য আরেকটি কাহিনীও প্রচলিত আছে মেডুসা বধ নিয়ে ৷

আর্গোস রাজ্যের রাজা ও রাণী দেবতাদের অবমাননা করায় তাঁরা ক্ষেপে ক্র্যাকেন নামের বিশাল জলদানব পাঠায় তাঁদের ধ্বংস করার জন্য! যেই দানবকে হত্যার কোন অস্ত্র ছিলোনা ৷দেবতারাও যাকে ভয় করতো । শর্ত ছিল রাজকুমারীকে বলি দিতে হবে এর কাছে, নইলে সবাইকেই মরতে হবে । পরে জানা গেল একমাত্র মেডুসার চোখের দৃষ্টিই পারবে একে হত্যা করতে । শেষে জিউসের পুত্র পার্সিউস রাজকুমারীকে রক্ষার জন্য রওনা হয় মেডুসাকে হত্যা করার জন্য এবং পার্সিউস তাঁর মাথা কাটতে সফল হয়। এবং সেই মাথা ক্র্যাকেনের সামনে ধরে ওকে পাথরে রূপান্তরিত করে ফেলে । মেডুসাকে হত্যার পর তাঁর কাঁটা মাথার জায়গা থেকেই জন্ম হয় পেগাসাস ও ক্রিসেওর এর !